সমকাল

তারিখ 17 OCT 2015
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

## প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা

# ১৯ পরীক্ষার্থীর দণ্ড

■ সমকাল ডেস্ক

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার সময় বিভিন্ন জায়গায় ১৯ পরীক্ষার্থীকে দণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ ছাড়া একজনকে আটক ও আট পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়। গতকাল শুক্রবার ২২ জেলায় একযোগে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১০টা থেকে ১১টা ২০ মিনিট পর্যন্ত ৪৪৭টি কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এ পরীক্ষায় মোট ৩ লাখ ৪৩ হাজার ২৫৭ পরীক্ষার্থী অংশ নেন।

চাঁদপুরে নিয়োগ পরীক্ষায় অংশ নিতে আসা এক ভুয়া পরীক্ষার্থীকে এক বছর কারাদণ্ড এবং দুই হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে তিন বছর দণ্ড দিয়েছেন চাঁদপুর জেলার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শেখ আবদুল্লাহ সাদীদ। সাজাপ্রাপ্ত মোহাম্মদ হাফিজ (২৮) মতলব উত্তর উপজেলার ফরাজীকান্দি এলাকার আমিনুল হকের ছেলে। চাচাতো বোন আফরোজা আক্তারের বদলে পরীক্ষা দিতে এলে তাকে আটক করা হয়।

সরকারি নির্দেশ ভঙ্গের অভিযোগে নেত্রকোনায় পাঁচজনকে বিভিন্ন মেয়াদে দণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। প্রশ্নপত্র ফাঁসের কথা বলে বৃহস্পতিবার রাতে পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার অভিযোগে কেন্দুয়া উপজেলার জাকির হোসেনকে (৩৫) তিন মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। এ ছাড়া যনি জান্নাতকে (২৯) পাঁচ দিন এবং পল্লব ঠাকুর (২৮), সজীব রায় (২৯) ও জহিরুল ইসলামকে (২৭) ১৫ দিনের কারাদণ্ড দিয়েছেন সহকারী জেলা প্রশাসক নুর-এ-আলম। নোয়াখালীর হরিনারায়ণপুর পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষায় মোবাইল ফোনে প্রশ্নের উত্তর নেওয়ার অভিযোগে দু'জনকে আটক করা হয়। এর মধ্যে পরীক্ষার্থী ফাহাদকে এক মাসের দণ্ড দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ইসমাইল হোসেন। লালমনিরহাটে মোবাইল ফোনে মেসেজের মাধ্যমে পরীক্ষার উত্তর লেখার অপরাধে দুই শিক্ষক আবু বকর সিদ্দিক ও জাহাঙ্গীর হোসেন এবং ১০ পরীক্ষার্থীকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। সাতক্ষীরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

যে ২২ জেলায় পরীক্ষা হয়েছে সেগুলো হলো- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, সাতক্ষীরা, খুলনা, জামালপুর, নেত্রকোনা, নরসিংদী, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, নোয়াখালী, পটুয়াখালী, সুনামগঞ্জ, সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, ঠাকুরগাঁও, নীলফামারী ও লালমনিরহাট।